International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 6-14
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ ও পুঁথি সংগ্রহকারীর জীবনপঞ্জী: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অরুণ মাহাত
গ্রন্থাগারিক, নন্দলাল ঘোষ বি. টি. কলেজ, পানপুর, নারায়ণপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, ভারত

Abstract

Haraprasad was a famous Indologist, manuscripts collector and manuscripts conservator. He was written an essay of "Bharat Mahila" in student life. Rajendralal Mitra was a Guru of Hararprasad shastri for Manuscripts collection. After the demise of Rajendralal Mitra, Haraprasad was appointed the Director of the Operation in Search of Sanskrit Manuscripts in Asiatic Society in 1891.He prepared Descriptive Catalogue of ten thousand Sanskrit Manuscripts in 14 volumes. Haraprasad was praised highly by his guide Rajendralal Mitra in his book the Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, published in 1882. Shastri was appointed the Assistant Translator in the Translation Department of Government of India. He joined the post of Librarian of the Bengal Library. This was established under the Press and Registration of Books Act (Act XXV, 1867). He had to prepare a catalogue and to submit a report to the Education Department (annually). He served nine years in Bengal Library and collected 7000 Sanskrit manuscripts including some rare puthis of theVeda. He helped Rejendralal Mitra in the Asiatic Society in a project of the Notices of Sanskrit Manuscripts. At the same time he was given charge of the Bibliotheca Indicia books series as a member of the Linguistics Committee. After the demise of Mitra published the first part of the ten volumes of Notices of Sanskrit Manuscripts. The second part was published by Haraprasad and the rest of the life, he was involved with collection manuscripts and to prepare their catalogues.Shastri visited the Raj Durbar of Nepal in search of manuscripts for four times and discovered the several field with successfully. He was not only an Ideal Teacher and prominent novelist but also a creative writer, author of many research articles, publisher, editor, historiographer, translator master, librarian, linguistict and recipient of a number of awards and titles.Finally, the paper is high-lighted "on the Biography of Haraprasad sashtri" and his life work is described with chronological wise.

Key words: (i) An Indologist of Haraprasad, (ii) Life and work of Haraprasad shastri (iii) Famous Historiographer Haraprasad, (iv) An antiquarianism of Haraprasad, (v) A Discoverer of Charyapada or Charyageeti (vi) Haraprasad as an Archivist.

ভূমিকা: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্য বিশারদ এবং সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন । বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য, জন্ম গ্রহণ করেন **1853- সালে 6 ডিসেম্বর [21-অগ্রহায়ন, 1260 বঙ্গাব্দে মঙ্গলবার]** উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে, তাঁদের আদি নিবাস ছিল ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে। পিতা রামকমল

ন্যায়রত্ন, মাতা চন্দ্রমনি, প্রথমে শরৎনাথ পরে নামকরণ করে হরপ্রসাদ হয়। একবার কঠিন অসুখে হরের (লর্ড শিবা) প্রাসাদে ভাল হয়ে ওঠেন। তাই পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'হরপ্রসাদ'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংসস্কৃত বিশারদ , সংরক্ষণবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তাঁর আসল নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা সংস্কৃত বিষয়ের সঙ্গে শিকড়ের যোগ বজায় রেখেও আধুনিক বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। হরপ্রসাদ শিক্ষক হিসাবে চাকরি জীবন শুরু করেন। দীর্ঘ দিন কলেজে অধ্যাপক ও একই সাথে বঙ্গীয় সরকারের সহকারী অনুবাদক হিসাবে কাজ করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে আট বৎসর পর্যন্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি-এর লাইব্রেরিয়ান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 1900 সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি সারা জীবনের গবেষণায় রাজকৃষ্ণের ইতিহাসতত্ত্ব সম্পর্কিত গুড় চিন্তাভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম গবেষণাপত্রটি 'ভারত মহিলা' নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি ছিলেন ছাত্র। পরে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকে পরিণত হন এবং নানা বিষয় নিয়ে লেখা লিখি শুরু করেন। হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রতিভা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহায়তায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটি এর সদস্য হন। রাজেন্দ্রলাল অন্যতম শ্রেষ্ট কাজ - দি সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল, (প্রকাশিত হয় 1882 সালে)- গ্রন্থে সংকলিত বৌদ্ধপুরানের অধিকাংশ অনুবাদ তিনি সম্পন্ন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের আকরস্বরূপ বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ের পুঁথি সংগ্রহ ও পুঁথির বিবরণাত্মক সূচি ডেস্ক্রিপটিভে ক্যাটালগ প্রকাশের প্রকল্প তত্ত্বাবধান করতেন রাজেন্দ্রলাল। তাঁর (রাজেন্দ্রলাল) মৃত্যুর পর 1891 সালের জুলাই থেকে হরপ্রসাদ সেই শূন্য পদে ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন্স ইন রিসার্চ অফ মানুস্ক্রিপ্টস-এ নিযুক্ত হন। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধারে হরপ্রসাদের অবদান দৃষ্টান্তমূলক। তিনি প্রায় দশ হাজার পুঁথির বিবরণাত্মক সূচি প্রণয়ন করেন যা এগারো খন্ডে প্রকাশিত হয়। রাজস্থান অঞ্চল থেকে তিনি ভ্যাট ও চারনদের পুঁথি সংগ্রহ করেন। সংস্কৃত পুঁথি সন্ধানের সূত্রেই তাঁর আগ্রহে প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়- এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন দীনেশ চন্দ্র সেন এবং মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এশিয়াটিক সোসাইটি এর গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে হারপ্রসাদেই প্রথম বাংলা পুঁথি সন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করেন। কি প্রচন্ড চাপে তিনি সারাজীবন ব্যাপী বহন করেছেন - তাঁর কিছু ধারণার পাওয়া যাবে যদি ভাবা যায়, তাঁর হাতে তৈরি হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির দশ হাজার পুঁথির বিষয় বিবরণী। 1985 সালে হরপ্রসাদের সহযোগিতায় রমেশ চন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। রমেশ দত্তের প্রভাবে হরপ্রসাদ অর্থনীতি বিষয়ক ইতিহাস ও আগ্রহী হন এবং পাঁচটি প্রবন্ধ রচনা করেন, যার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে লেখা 'নতুন খাজনা আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ এর মত শীর্ষক প্রবন্ধটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধটি 1287 বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর কাজ করতে গিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুঁথি সন্ধানের কাজের মাধ্যমে কালানুক্রম অনুযায়ী স্পষ্ট করে তোলার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ও দেশের বিদ্বত সমাজের কাজে উপস্থাপনের জন্য বাংলার পুঁথির খোঁজে চারবার **নেপালে** যান- (1897, 1898, 1907 ও 1922 সালে), তৎপরতার সঙ্গে 1907 সালে তাঁর হাতে আসে বাংলার প্রাচীনতম কবিতা সংগ্রহ চর্যাগীতির পুঁথি, দীর্ঘ সাত আট বছর গবেষণায় বৌদ্ধগান ও দোহা গ্রন্থে দুটি দোহা কোষ ও ডাকার্ণব পুঁথির সঙ্গে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগনের সংকলনটি আবিষ্কার ও সম্পাদনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর শ্রেষ্ট কীর্তি।

1919 থেকে 1920 সালে দুই বছর হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটি এর সভাপতির পদে এবং পরে আজীবন সহ- সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সোসাইটি তে ডেস্ক্রিপটিভে ক্যাটালগ সংকলন- সম্পাদনা ছাড়া ভারতের

সাহিত্য সংস্কৃতিও ইতিহাসের বহুতথ্য তিনি উদ্ধার ও প্রকাশ করেন, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃহদ্ধর্ম পুরান, সান্ধাকর নন্দীর রামচরিতম ও আর্যদেবের চতুঃশতিকা।

ছাত্রজীবন : তাঁর পিতার তিরোধানের পর 1861 সালে ,তাঁর দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দি এংলো সংস্কৃত স্কুলের হেড পন্ডিত ছিলেন, সেখানে হরপ্রসাদের এ, বি, সি- শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে 1862 সালে তাঁর দাদার মৃত্যুর ফলে সেখানে পড়াশোনা ছেড়ে কাঁটালপাড়ার টোল-এ অধ্যয়ন শুরু করেন। 1866 সালে দাদার বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবাসে থাকেন। 1868 সালে ডবল প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠেন। এই শ্রেণিতে তিনি আট টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এ প্রথম বিভাগে পাশ করেন ও সংস্কৃত কলেজ থেকে ফ.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 19-শ তম স্থান অধিকার করে পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি থেকে বি.এ পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেন ও তিনি সংস্কৃতে প্রথম হওয়ার জন্য 50 টাকা করে প্রতি মাসে গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ পেতেন। এর আরো 25 টাকা লাহা স্কলারশিপ এবং রাধাকান্ত দেব মেডেল পেয়েছিলেন। বি.এ. ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় 'ভারত মহিলা' নাম যে রচনাটি লিখে হোলকার পুরস্কার পেয়েছিলেন তা -বঙ্গদর্শন (মাঘ -চৈত্র সংখ্যা)- এ প্রকাশিত হয়। 1877 সালে সংস্কৃত কলেজে থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি পান।

কর্মজীবন: পারিবারিক ধারা অনুসরণ করে 1878 সালে হরপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে ট্রান্সলেশন শিক্ষক হিসাবে চাকরি জীবন শুরু করেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল 100 টাকা, সেপ্টেম্বর-এ 13 মাসের ছুটি নিয়ে **Lucknow** ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে 1883 সালে রামনায়ন তর্করত্ন অবসর গ্রহণ করলে সংস্কৃত কলেজে ঐ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। একই সাথে বঙ্গীয় সরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদকের পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে 1886 সাল থেকে 1894 সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিতে, লাইব্রেরিয়ান পদে দায়িত্ব পালন করেন।

1888 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের ফেলো (আজীবন) এবং সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি-র সভ্য হন। 1891 সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন্স ইন রিসার্চ অফ সংস্কৃত ম্যানুস্ক্রিপ্টস সংগ্রহে নিযুক্ত হন। 1892 সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিলজিক্যাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং বিবলিওথেকো ইন্ডিকা গ্রন্থমেলার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন। 1895 সালে 28 শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত এর প্রধান অধ্যাপক হন। তাঁর চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতে এম.এ. পড়ার ব্যবস্থা হয়, 18 96 সালে সম্পূর্ণরূপে পঠন পাঠন শুরু হয়। 1900 সালে 8-ই ডিসেম্বর ই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত হন। 1908 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সরকার তাঁকে ব্যুরো অফ ইনফর্মেশনস নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। 1921 থেকে 1942 পর্যন্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান। অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের পাশাপাশি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুই বছর এশিয়াটিক সোসাইটি এর সভাপতি, এবং বারো বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য ছিলেন।

রচনা সমগ্র: 1916 সালে চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত গবেষণাপত্র হাজার হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বহু গবেষণাপত্রও রচনা করেন। তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা হিস্টোরিওগ্রাফের। স্বীয় কাজের স্বীকৃতিরূপ লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও সম্মান, তাঁর বিখ্যাত বই গুলি হল- বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেনের মেয়ে (উপন্যাস) কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব ও বৌদ্ধধর্ম , তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনাগুলি হল মগধান লিটারেচার, সংস্কৃত কালচার ইন মর্ডাণ ইন্ডিয়া ও ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল।

জীবনপঞ্জী:

1) 1853- সালে 6 ডিসেম্বর (অগ্রহায়ন, 1260 বঙ্গাব্দে মঙ্গলবার), পিতা: রামকমল ন্যায়রত্ন, মাতা: চন্দ্রমনি। প্রথমে হারাপ্রসাদের নামকরণ করা হয়েছিল শরৎনাথ। একবার কঠিন অসুখ 'হরের প্রাসাদে' ভালো হয়ে ওঠেন। তাই পরিবর্তন নাম রাখা হয় 'হরপ্রসাদ'।

2) 1861 সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দি এংলো সংস্কৃত স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ কান্দি স্কুলে ভর্তি হন। 'তাঁর এ .বি .সি শিক্ষা কান্দি স্কুলেই হয়।

3) 1862 সালে নন্দকুমার -এর মৃত্যু হয়। অত:পর হরপ্রসাদ কাঁটাল পাড়ার টোলে অধ্যয়ন শুরু করে।

4) 1866 সালে সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কলকাতায় প্রথমে তিনি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে থাকেন। ঐ ছাত্রাবাস ওঠে যাওয়ায় বৌবাজার নেবুতলা নিবাসী গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেন। সেখানে তিনি ঐ বাড়ির ছেলেদের পড়িয়ে নিজ হাতে রান্না করে খেতেন।

5) 1868 সালে ডাবল প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠেন। এই শ্রেণিতে তিনি আট টাকা বৃত্তি পান।

6) 1871 সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন।

7) 1873 সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে ফ.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 19 তম স্থান অধিকার করে পাশ করেন

8) 1875 সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্মান সূচক এল এল ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন।

9) 1876 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হওয়া স্বত্বেও প্রেসিডেন্সি কলেজে বেশি দিন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে পাশ বলে গণ্য করা হয়। তিনি সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে 50 টাকা সংস্কৃত কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ, 25 টাকা 'লাহা' স্কলার শিপ এবং রাধাকান্ত দেব মেডেল পেয়েছেন। বি.এ ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় 'ভারত মহিলা' নাম যে রচনাটি লিখে হলোকার- পুরস্কার পেয়েছিলেন তা বঙ্গদর্শন (মাঘ- চৈত্র সংখ্যা)-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

10) 1877 সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম.এ পাশ করেন এবং শাস্ত্রী উপাধি পান।

11) 1878 সালে হেয়ার স্কুলে ট্রান্সলেশন -মাস্টার পদে নিযুক্ত হন: 16 ফেব্রুয়ারী। 24 জানুয়ারী 1883 পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। মাসিক বেতন ছিল 100 টাকা। কাটোয়ার কাছে দেয়াসিন গ্রামে রামকৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা হেমন্ত কুমারী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় 18-ই মার্চ চৈত্র মাসে বাসন্তী সপ্তমীর দিনে মাতা চন্দ্রমনির মৃত্যু হয়। সেপ্টেম্বরের 13 মাসের ছুটি নিয়ে Lucknow ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

12) 1880 সালে নৈহাটী পৌরসভার কমিশনার পদে নিযুক্ত হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়াম্যান হন ।

13) 1882 সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র The Sanskrit Buddhist Literature গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদের কাছে রিন্ স্বীকার করে লেখেন: "Babu Haraprasad Shastri, M.A., offerd me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works."

14) 1883 সালে রামায়ণ তর্করত্ন অবসর গ্রহণ করলে সংস্কৃত কলেজের ঐ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন: Asst.Professor of Rhetoric and Grammar (class VI) at Rs. 100 per month .Transferred from Hare School and joind in the forenoon of the 25th January 1883."25 শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন।

15) 1885 সালে 4-ঠা ফেব্রুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে ভাষাতত্ব কমিটির সভ্য হন এবং বিবলিওথেকো ইন্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঋগ্বেদের অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্তকে সাহায্য করেন রামেশচন্দ্রের মন্তব্য: 'তিনি এই বৃহতকার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তায় ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম না।

16) 1886 সালে জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। 1894 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেন।

17) 1888 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের ফেলো (আজীবন) এবং সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভ্য হন।

18) 1891 সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হয় এবং এই মাসেই তাঁর জায়গায় হরপ্রসাদ 'ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন্স ইন সার্চ অফ সংস্কৃত মানুস্ক্রিপ্টস 'অর্থাৎ পুঁথি সংগ্রহ কার্যের প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হন।

19) 1892 সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিললজিক্যাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন।

20) 1893 সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈহাটীর বাটী হইতে (Dr.Aufrech) এর একটি পত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। -উহাতে 1893 সালের 11-ই মার্চ তারিখে লিখিত উহার কিয় দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল-' Trust you will successfully continue the work late lamented Rajendralala had done up to the end of the 9th .vol.

21) 1895 সালে 28 শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন .তাঁর প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এম.এ পড়ার ব্যবস্থা হয় (1896)। অতঃপর Buddhist Text and Research society- সম্পাদক হন।

22) 1897 সালের 14 ই মার্চ (২-রা চৈত্র 1303 বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য -পরিষদ-এর সদস্য নির্বাচিত হন .মে মাসে পুঁথি সন্ধানের জন্য নেপালে যাত্রা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন (1304 বঙ্গাব্দ)। 1304-1309, 1318-1319, 1323-1326, 1331, 1337-1338 তিনি পরিষদ-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন।

[1st- Time discovered the 'Ramcharita' of Sandhyakar Nandi from there (Nepal)]

23) 1898 সালে সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন । ডিসেম্বরে অধ্যাপক বেঁন্ডেলে -এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার নেপালে যাত্রা করেন। [2nd -Time Detailed description of these visits are embossed in the Report of the Operation in search of Sanskrit Manuscripts' (Vol-V), Report of a tour in Western India in search of manuscripts of Bardic Chronicles, Notices of Sanskrit Manuscripts, A catalogue of Palm-leaf and Selected paper Manuscripts belonging to the Durbar Library, Nepal, (Vol- I & II).]

24) 1900 সালে 8-ই সেপ্টেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। 1903 সালে বুদ্ধগয়া মন্দির সংস্পর্কে গঠিত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

25) 1904 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধি রূপে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

26) 1905 সালে A Catalogue of Palm and selected paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Nepal নামে প্রকাশিত করেন।

27)1906 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

28) 1907 সালে তৃতীয়বার নেপালে যাত্রা। অতঃপর চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

29) 1907 সালে [3rd - Time discovered The famous Charyapada or Charyageeti manuscripts, from the Royal Library of Nepal.]

30) 1908 সালে নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁকে 'ব্যুরো অফ ইনফরমেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল : for the benifet of civil Officers in Bengal, in history, religion, customs and folklore of Bengal…, সরকারের অনুরোধে অক্সফোর্ড-এর অধ্যাপক ম্যাকডোনেলকে পুঁথি সংগ্রহে সাহায্য করেন এবং মাক্সমুলার স্মৃতিভবনের জন্য দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করেন । একই সালে তাঁর স্ত্রী হেমন্তকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়।

30) 1908 সাল থেকে 1910 সাল পর্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক(তৎকালিক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে) হরিনাথ দে মহাশয়ের তত্বাবধানে ইস্ট বেঙ্গল ও আসাম গভর্মেন্ট রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হইয়া কাজ করেন।

31) 1909 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপুতানা এবং গুজরাটে ভাট ও চারনদের পুঁথি অনুসন্ধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ। অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য ' নির্বাচিত হন।

32) সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো হন।

33) 1911 সালে সরকার সি .আই. ই. (Companion of the Indian Empire) উপাধি দেন। সিমলায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যাবিদদের সম্মিলনীতে সদস্য মনোনীত হন।

34) 1911 সালে শাস্ত্রী মহাশয় রাজশাহী কলেজে গ্রন্থরক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করিয়া সমিতির সভ্য করিয়া লইলেন।

35) 1913 সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

36) 1914 সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (1321 বাঙ্গাব্দে) মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি হন।

37) 1916 সালে মথুরায় অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মিলনের সভাপতি হন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে 'The Educative influence of sanskrit' নামে একটি ভাষণ দেন।

38) 1916 সালে শাস্ত্রী মহাশয় সোসাইটির গ্রন্থগার থেকে 119 খানা বৌদ্ধ গ্রন্থের বিবরণী সূচী প্রকাশিত করেন ।

39)1918 সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে (সাহিত্য-সম্মিলন) সভাপতি হন।

40) 1919 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং 1921 পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন।

41) 1920 সালে হেতমপুররে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পান কিন্তু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। অতঃপর কমলা বুক ডিপো নামক প্রকাশন সংস্থায় যোগ দেন। আমৃত্যু পর্যন্ত এই সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

42) 1921 ইংল্যান্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির 'অনারারি মেম্বার 'রবীন্দ্রনাথেরব 60 তম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আয়োজিত সভায় আশীর্বারণী পাঠ 18-ই জুন ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1924 পর্যন্ত এই পদে ছিলেন ।

42) 1922 সালে চতুর্থবার নেপালে যাত্রা:রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য পদ লাভের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কার্তিক সংবর্ধনা (1329 বঙ্গাব্দ)। কলকাতায় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃতর প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি হন। [4th–Times he carried out some photograph from Nepal of Buddha Murti which are explained with scientifically and published a book "Buddha Murti Bigyan".]

43) 1922 সালে চতুর্থ বার বৃদ্ধা বয়সে তাঁর পুত্রের সঙ্গে নেপালের ভিন্ন ভিন্ন ও বিহারে অন্যান্য স্থানে যে সকল বুদ্ধ, বোধিসত্ব প্রভৃতির মূর্তি সংরক্ষিত ছিল, তিনি সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। তাঁহার 'বৌদ্ধমূর্তি বিজ্ঞান 'নামক গ্রন্থে এই সকল মূর্তির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

44)1923 সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অখিল-ভারত -হিন্দুসভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের (8-ঠা আষাঢ় 1330 বঙ্গাব্দ 23 জুন) এই সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নৈহাটিতে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

45) 1924 সালে রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গ- সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি হন। সংস্কৃত কলেজে গভর্নর লর্ড লিটন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্টা করেন। 30 শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

46)1927 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মান সূচক ডি. লিট্ উপাধি পান।

47) 1928 সালে কলকাতায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। ফলে তাঁকে ক্রেচ এবং চাকা লাগানো চেয়ার ব্যবহার করতে হত। লাহোর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান সভাপতি হন।

48)1930 সালে বৃহত্তর ভারত পরিষদের (Greater India society) সভাপতি নির্বাচিত হন।

49) 1930 সালে শাস্ত্রী নৈহাটিতে সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। নৈহাটির বিশিষ্ট সুধী বরদাবাবুকে এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিয়া এবং মদীয় পিতৃদেবকে দর্শন শাখার সভাপতি করিয়া গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এই প্রবাদে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

50) 1931 সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি 'হরপ্রসাদ-সং সংবর্দ্ধন-লেখমালা' প্রথম খন্ড এবং তখন পর্যন্ত অনুদ্রিত দ্বিতীয় খন্ডের প্রবন্ধাবলী শাস্ত্রী মহাশয়কে উপহার দেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁকে মাল্যভূষিত করেন এবং নিজে তাঁকে খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন।

50) 17-ই নভেম্বর 1931 সালে (1-লা অগ্রহায়ন 1338 বঙ্গাব্দ) রাত্রি এগারটার সময় পরলোক গমন করেন।

"কিভাবে নামের পরিবর্তন হলো":

শরৎ ভট্টাচার্য-(আসল নাম)

একবার কঠিন অসুখে (লর্ড শিবা) 'হরের প্রাসাদে 'ভালো হয়ে ওঠেন। তাই পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় "হরপ্রসাদ"।

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

1877 সালেসংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম .এ পাশ করেন। সেই সময় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি পান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

1898 সালে সরকারের দেওয়া সম্মান মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। (মহারানী ভিক্টোরিয়ার 60 তম রাজ্যাঙ্কেই প্রবর্তিত)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সমাপ্ত করণে: হরপ্রসাদের লেখক জীবনের বিস্তার প্রায় 55 বছর। তাঁর সাহিত্য জীবনে বঙ্কিম জগৎ থেকে রবীন্দ্র যুগ অবধি প্রসারিত। তাঁহার (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) সম্বন্ধে মহামোহপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ বলিয়াছিলেন- He of all people,

has been the real father of oriental Research in North India. শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের প্রাচীন ভুস্বামীবর্গ পন্ডিত সমাজ ও আচার-বিচার বিষয়ে এত অভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলে শুনিতে শুনিতে বিস্মিত হইতে হইত। তাই কেহ কেহ তাঁহাকে "Encyclopeadia of Information" এই আখ্যায় অভিহিত করিতেন [1975.সংযোজন: নভেম্বর 1977]

একটা সময়য়ের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য দর্শন থেকে হরপ্রসাদ সরে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক ধর্ম প্রচারের মাধ্যম করে তোলায় হরপ্রসাদ সরাসরি আপত্তি জানান। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ ভাবে কালিদাসের কাব্য-নাটকের মূল্যায়নে তাঁর এই আধুনিক সাহিত্যরুচির যথার্থ পরিচয় মেলে।

জীবনে হরপ্রসাদ বহু বিদ্যা প্রতিষ্ঠনের সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-1888 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন ফেলো মনোনয়ন, 1898 সালে সরকারের দেওয়া মহামহোপাধ্যায় উপাধি (মহারানী ভিক্টোরিয়ার 60 তম রাজ্যেকে প্রবর্তিত)।

1911 সালে সি. আই.ই উপাধি। পান 1921 সালে ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটির অনারারি মেম্বার মনোনয়ন, 1927 সালে ডাকা বিশ্ববিদ্যালের অনারারি ডি. লিট্ এবং 1928 সালে পঞ্চম ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের (লাহোর) মূল সভাপতি। 1931 সালের 17-ই নভেম্বর তাঁর জীবন অবসান হয় ।

[সত্যজিত চোধুরী]

References:

1. *Chowdhury, Satyajit (2012). "Shastri, Haraprasad". Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.): Asiatic Society of Bangladesh.*
2. *Edited by Subodhchandra Sengupta. (1998). Subodh Chandra Sengupta and Anjali Bose (eds.), ed. Sansad Bangali Charitabhidhan. Vol. I (4th e d.). Sahitya Samsad. pp. 612–613. ISBN 81-85626-65-0.* **(Bengali)**
3. *Bhatacharyya, Ritwik. "Time-citations: Haraprasad Shastri and the 'Glorious Times'". Cerebration. Retrieved 2008-04-12.*
4. *S. D. (1987). "Charyapada (Bengali)". Encyclopaedia of Indian Literature. Vol. 1. Sahitya Akademi. pp. 646–. ISBN 81-260-1803-8.*
5. *Sen, Sukumar (1992). History of Bengali Literature. Sahitya Akademi. pp. 311–. ISBN 81-7201-107-5*
6. *Chowdhury, Satyajit (1980).* : Haraprasad Shastr, SmarakGrantha, p.17
7. *Chowdhury, Satyajit (1980).* "Ganapati Sarkar": Haraprasad Jeebani, p. 26
8. *Chowdhury, Satyajit (1980).*Gopinah Kobiraj: "Mahamohopaddhay Haraprasad Shasri" , SmarakGrantha p. 187
9. *Sen, Sukumar (1980*). Haraprasad Shastri Rachana-Samagraha: Pratham Khanda, edited by *Satyajit Chowdhury [et.all] West Bengal State Book Board; Calcutta. [Banglar purano akshar-pp. (125-245*
10. *Chowdhury, Satyajit (1980)* ManjugopalBhattacharya: AmarJyathamoshai, Smarak Grantha, p.136.

11. *Chowdhury, Satyajit (1980).Susil kumar Dey: "Haraprasad Shastri",* Smarak Grantha, p.214.
12. *Chowdhury, Satyajit (1980).Chinaharan Chakrabori: Mhamohopaddhay Pandi Haraprasad Shastri"* Smarak Grantha *p. 224 & 226.*
13. Brajendranath Bandyopaddhay: HaraprasadShastri "SahityaSadhak Charitamala", Part-VII, p.10
14. Sen, Sukumar (1981). Haraprasad Shastri Rachana-Samagraha: Ditiya Khanda, edited by *Satyajit Chowdhury [et.all] West Bengal State Book Board; Calcutta. [Banglar purano akshar-pp.(687-725)*
15. *Chowdhury, Satyajit. "Shastri, Haraprasad"* Banglapedia: Asiatic Society of Bangladesh, Gollected.2008-04-07.
16. *Edited by Subodhchandra Sengupta*. (1998).Subodh Chandra Sengupta and Anjali Bose (eds.), Edited. Sansad Bangali Charitabhidhan। Vol. (4th Edition): Sahitya Samsad; pp: 612-613. I.S.B.N.-8185626650. (Bengali).
17. *Bhatacharyya, Ritwik*."Time-citations: Haraprasad Shastri and the 'Glorious Times'": Cerebration Collected. 2008-04-12.
18. *S. D. (1987)*. "Charyapada (Bengali)"। Encyclopaedia of Indian Literature। Vol.1: Sahitya Akademi. PP:646. I.S.B.N-8126018038.